২২-০১-১৯ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমাদের এই শরীরকে ভুলে অনাসক্ত, কর্মাতীত হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই কোনো বিকর্ম নয়, সুকর্ম করো"

প্রশ্ন :-- নিজের অবস্থাকে পরীক্ষা করার জন্য কোন্ তিনজনের মহিমাকে সর্বদা স্মরণে রাখবে ?

উত্তর :-- ১) নিরাকারের মহিমা ২) দেবতাদের মহিমা ৩) নিজের মহিমা । এখন তোমরা পরীক্ষা করো যে, নিরাকার বাবার সমান পূজ্য হয়েছো কি, তাঁর সব গুণ ধারণ করেছো কি ! আমাদের আচার আচরণ কি দেবতাদের মতো রাজকীয় ! দেবতাদের যে খাওয়া - দাওয়া, তাদের যে গুণ, তা কি আমাদের আছে ? আত্মাদের যে গুণ, সেইসব গুণকে জেনে তার স্বরূপ হয়েছো কি ?

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, আত্মার নিবাস স্থান টাওয়ার অফ সাইলেন্সে অর্থাৎ শান্তির শিখরে । হিমালয় পাহাড়ের যেমন শিখর থাকে । সেটা তো অনেক উঁচু হয় । তোমরাও উঁচুর থেকেও উঁচুতে থাকো । ওরা পাহাড়ে ওঠার প্র্যাকটিস করে, রেসও করে । পাহাড়ে ওঠাতেও কেউ কেউ হুঁশিয়ার হয় । সবাই উঠতে পারে না । বাচ্চারা, তোমাদের এতে রেস ইত্যাদি করার কোনো প্রয়োজন নেই । আত্মা, যারা পতিত, তাদের পবিত্র হয়ে ওপরে যেতে হবে । একে বলা হয় টাওয়ার অফ সাইলেন্স । আর সে হলো টাওয়ার অফ সাইন্স । অনেক বড় বড় বোম্ব হয় । তারও টাওয়ার হয় । তারা সেখানে ভয়ানক জিনিস রাখে । বিষ দিয়ে বোম্ব তৈরী করে । বাবা বলেন যে, বাচ্চারা তোমাদের ঘরের দিকে উড়তে হবে । ওরা তো ঘরে বসে এই বোম্ব নিক্ষেপ করে, যা সবকিছু শেষ করে দেয় । তোমাদের তো এখান থেকে উপরে টাওয়ার অফ সাইলেন্সে যেতে হবে । ওখান থেকেই তোমরা এসেছো, আবার ওখানেই ফিরে যাবে যখন তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে । সতোপ্রধান থেকে তোমরা তমোপ্রধান অবস্থায় এসেছো, এরপর আবার তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । যারা সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করে, তারাই আবার অন্যদেরও রাস্তা বলে দেয় । বাচ্চারা, তোমাদের এখন সুকর্ম করতে হবে । তোমরা কোনো বিকর্মই করবে না । বাবা কর্মের গতিও বুঝিয়ে বলেছেন । রাবণ রাজ্যে তোমাদের দুর্গতি হয়েছে । বাবা এখন সুকর্ম শেখাচ্ছেন । পাঁচ বিকার হলো অনেক বড় শত্রু । মোহও হলো বিকর্ম । কোনো বিকারই কম নয় । মোহ থকলেও তোমরা দেহ - অভিমানে আটকে যাও, তাই বাবা কন্যাদের সব বুঝিয়ে বলেন । কন্যা পবিত্রদেরই বলা হয়, মায়েদেরও পবিত্র হতে হবে । তোমরা সকলেই হলে ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী । সে যদি বৃদ্ধাও হয়, তবুও তো ব্রহ্মারই সন্তান ।

বাবা বুঝিয়ে বলেন, মিষ্টি - মিষ্টি বচ্চারা, এখন কুমার - কুমারীদের স্টেজ থেকেও উপরে ওঠো । যেমন শরীরে এলে তারপর বের হয়ে যেতে হবে, পরিশ্রম তো করতেই হবে । যদি উঁচু পদ পেতে চাও তাহলে আর কারোর স্মৃতি যেন না আসে । আমাদের কাছে কি আর আছে । খালি হাতেই তো এসেছি, কিছুই তো নেই । নিজের এই শরীরও নেই । এখন এই শরীরকে ভুলতে হবে । অনাসক্ত, কর্মাতীত হয়ে যেতে হবে । তোমরা ট্রাস্টি হও । বাবা বলেন যে, তোমরা ঘোরো, বেড়াও কিন্তু অপ্রয়োজনীয় খরচ করো না । মানুষ অনেক দানও করে । খবরের কাগজে পড়ে যে, অমুকে অনেক দানী । হসপিটাল, ধর্মশালা ইত্যাদি বানিয়েছে । যে অনেক দান করে, সে গভর্নমেন্ট থেকে টাইটেলও পায় । প্রথমে টাইটেল হয় - "হিজ হোলিনেস, হার হোলিনেস ।" হোলি পবিত্রকে বলা হয় । দেবতারা

যেমন পবিত্র ছিলেন, ঠিক তেমন হতে হবে । তারপর তোমরা অর্ধেক কল্প পবিত্র থাকবে । অনেকেই বলবে, এ কেমন করে হতে পারে । ওখানেও তো সন্তানের জন্ম হয় । তো চট্ করে বলো যে, ওখানে রাবণ নেই । রাবণের দ্বারাই এই বিকারের দুনিয়া হয় । রাম বাবা এসেই আবার পবিত্র করেন । ওখানে কেউই পতিত হয় না । কেউ কেউ বলে, পবিত্রতার কথা বলাও উচিত নয় । এই শরীর কিভাবে চলবে । মানুষ এও জানে না যে, একসময় পবিত্র দুনিয়া ছিল । এখন এই দুনিয়া অপবিত্র । এই খেলা হলো বেশ্যালয় আর শিবালয়ের, পতিত দুনিয়া আর পবিত্র দুনিয়ার । প্রথমে থাকে সুখ, তারপর দুঃখ । এই কাহিনী হলো, কিভাবে রাজত্ব পাওয়ার আর হারানোর । এ কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে । আমরা হেরে গিয়েছিলাম আবার আমাদের জিত পেতে হবে । আমাদের বাহাদুর হওয়া উচিত । নিজের অবস্থাকে তৈরী করার প্রয়োজন । বাড়িঘরে থেকে, সবকিছুর দেখাশোনা করেও অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । কোনো অপবিত্র কাজই করবে না । অনেকের মধ্যেই খুব বেশী পরিমাণে মোহ থাকে । নিজের প্রতি নজর দেওয়া উচিত যে, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, তুমি ছাড়া অন্য কাউকেই ভালোবাসব না, তাহলে অন্যদের কেন ভালোবাসো । যে প্রিয়র থেকেও প্রিয় , তাঁকে স্মরণে আসা উচিত । তখনই অন্য সমস্ত দেহের সম্বন্ধ ভুলে যাবে । সবাইকে দেখে এই কথা মনে করো যে, আমরা এখন স্বর্গে যাচ্ছি । এ সবই হলো কলিযুগী বন্ধন । আমরা দৈবী সম্বন্ধে যাচ্ছি । আর কোনো মানুষের বুদ্ধিতে এমন জ্ঞান নেই । তোমরা যদি বাবার স্মরণে খুব ভালোভাবে থাকো তাহলে তোমাদের খুশীর পারদ চড়তে থাকবে । যতটা সম্ভব বন্ধন কম করতে থাকো । নিজেকে হালকা করে দাও । বন্ধন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই । এই রাজ্য লাভ করতে খরচের প্রয়োজন নেই । তোমরা খরচা ছাড়াই বিশ্বের রাজত্ব নাও । ওদের বারুদ, সৈন্য এর উপর কতো খরচ হয় । তোমাদের কিছুই খরচা নেই । তোমরা যা কিছুই বাবাকে দাও, তা দাও না বরঞ্চ তোমরা বাবার থেকে নাও । বাবা তো হলেন গুপ্ত । তিনি শ্রীমত দেন যে, মিউজিয়াম খোলো, হসপিটাল, ইউনিভার্সিটি খোলো, যার থেকে তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারো । যোগের দ্বারা তোমরা সর্বদার জন্য নিরোগী হয়ে যাও । ২১ জন্মের জন্য তোমাদের হেলথ, ওয়েলথ আর তার সঙ্গে হ্যাপিনেস তো আছেই । এক সেকেন্ডে কিভাবে মুক্তি আর জীবনমুক্তি পাবে, সেকথা এখানে এসে বোঝো । দ্বারেই তোমরা বোঝাতে পারো । দ্বারে যেমন ভিক্ষা চাইতে আসে । তোমরাও তেমনই ভিক্ষা দাও, যাতে মানুষ একদম ধনী হয়ে যায় । যে কেউই হোক না কেন, তোমরা জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি ভিক্ষা চাও ? আমরা তোমাদের এমন ভিক্ষা দেবো যে, জন্ম - জন্মান্তরে তোমরা ভিক্ষা চাওয়ার হাত থেকে উদ্ধার হয়ে যাবে । বেহদের বাবা আর সৃষ্টিচক্রকে জানলে তোমরা এমন হতে পারো ।

তোমাদের এই ব্যাজও কামাল করতে পারে । এক সেকেণ্ডে বেহদের বর্সা তোমরা এর দ্বারা যে কাউকেই দিতে পারো । তোমাদের সর্ভিস করার প্রয়োজন । বাবা তোমাদের এক সেকেণ্ডে বিশ্বের মালিক বানান । এরপর সবকিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । ছোটো - বড় সবাইকেই বলা হয় যে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো । ট্রেনেও তোমরা ব্যাজের উপর সার্ভিস করতে পারো । ব্যাজ তোমরা সবসময় লাগিয়ে রাখো, এর উপর তোমরা বোঝাতে পারো যে, তোমাদের দুইজন বাবা । দুইজনের থেকেই তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও । ব্রহ্মার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না । তিনি হলেন মাধ্যম । এনার মাধ্যমেই বাবা তোমাদের শেখান আর অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন । মানুষকে দেখে বোঝানো উচিত । যাত্রাতেও তো অনেকেই যায় । ওইসব হলো শরীরের যাত্রা । আর এ হলো আত্মিক (রুহানী) । এর দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও । শরীরের যাত্রায় তো মানুষ ধাক্কা খেতে থাকে । তোমাদের সঙ্গে যেন সিঁড়ির চিত্রও থাকে । সর্ভিস করতে থাকলে তোমাদের

ভোজন ইত্যাদিরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না । বলা হয়, খুশীর মতো খাবার নেই । ধন না থাকলে তাদের প্রতি মুহূর্তে খিদে পায় । ধনবান রাজাদের যেমন পেট ভরা থাকে । তোমাদের চলন খুবই রাজকীয় হওয়া উচিত । কথাবার্তাও ফার্স্টক্লাস হওয়া উচিত । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এখন কি হতে চলেছি । ওখানে খাওয়া - দাওয়া ইত্যাদি খুবই রাজকীয়ভাবে হয় । অসময়ে কেউই খায় না । অনেক রাজকীয়তা আর শান্তির সঙ্গে খায় । তোমাদের এই সমস্ত গুণই শেখা উচিত । নিরাকারের মহিমা, দেবতাদের মহিমা আর নিজের মহিমা, এই তিনকে পর্যবেক্ষণ করো । এখন তোমরা বাবার সমান গুণী তৈরী হচ্ছ এরপর দেবতাদের সমান গুণবান হবে । তাই সেই গুণ এখনই ধারণ করা উচিত । এখন তোমরা দৈবী গুণ ধারণ করছো । এ কথাটি খ্যাত আছে যে - শান্তির সাগর --- প্রেমের সাগর, বাবা যেমন পূজ্য, তেমনি তোমরাও পূজ্য । বাবা তোমাদের নমস্কার করেন । তোমাদের তো ডবল পূজা হয় । এই সব কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন । তোমাদের মহিমাও বোঝানো হয় যে, পুরুষার্থ করো, এমন হও । মন থেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা এমন হয়েছি কি ? আমরা যেমন অশরীরী এসেছি তেমনই অশরীরী হয়েই যেতে হবে । শাস্ত্রেও আছে যে, লাঠি ছাড়ো । এতে কিন্তু লাঠির কথা নেই । এখানে তো শরীর ত্যাগ করার কথা । বাকি সবকিছুই হলো ভক্তিমার্গের কথা । এখানে কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউই নয় ।

বাচ্চারা, তোমরা জ্ঞান পেয়েছ, তোমরা জানো যে, মানুষ কতটা গুরুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ । গুরু অনেক প্রকারের আছে । এখন তোমাদের না গুরুর প্রয়োজন আর না অন্যকিছু পড়ার । বাবা একটাই মন্ত্র দিয়েছেন --- "একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো" ("মামেকম্ স্মরণ করো") । এই অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো আর দৈবীগুণ ধারণ করো । গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের পবিত্র থাকতে হবে । তোমরা এখানে আসো রিফ্রেশ হওয়ার জন্য । এখানে তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমরা বাবার সম্মুখে বসে আছি । ওখানে মনে করবে যে, বাবা মধুবনে বসে আছে । আমাদের আত্মা যেমন আসনে আসীন আছে, বাবার আত্মাও এই আসনে আসীন আছে । বাবা কোনো গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি হাতে নেন না । এমনও নয় যে তিনি (ব্রহ্মাবাবা) কোনো কিছু কন্ঠস্থ করে শোনাচ্ছেন । সন্ন্যাসীরা তো অমন কন্ঠস্থ করে । ইনি (শিব বাবা) তো হলেন জ্ঞানের সাগর । ইনি ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলেন । শিববাবা কখনো কি কোনো স্কুলে বা সৎসঙ্গে গিয়েছেন ? বাবা তো সবকিছুই জানেন । কেউ কেউ বলে, সাইন্স নাকি সবকিছু জানে ? বাবা বলেন যে, সাইন্স দিয়ে আমরা কি করবো । মানুষ আমাকে ডাকে যে, তুমি এসে পতিতদের পবিত্র বানাও, এতে সাইন্স কেন শিখবো । মানুষ বলবে, শিববাবা কি অমুক শাস্ত্র পড়েছেন ? আরে, তাঁকে তো বলা হয় জ্ঞানের সাগর । ও সব তো হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র । বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দিয়ে দিয়েছে । মানুষ এর অর্থ কিছুই বোঝে না । বাস্তবে এই অলংকার ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণদের দেওয়া উচিত । সূক্ষ্ম লোকে (বতনে) তো এই শরীর থাকে না । ব্রহ্মার সাক্ষাত্কারও ঘরে বসে অনেকেরই হয় । কৃষ্ণেরও সাক্ষাত্কার হয় । এর অর্থ হলো, এই ব্রহ্মার কাছে যাও তাহলে কৃষ্ণের সমান হতে পারবে বা কৃষ্ণের বংশে আসতে পারবে । সেটা তো কেবল প্রিন্সের সাক্ষাত্কার হয় । তোমরা যদি খুব ভালো করে পড়, তাহলে এমন হতে পারবে । এই হলো এইম অবজেক্ট । উদাহরণ তো একজনকেই বানানো হবে, তাই না । একে মডেল বলা হয় । তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন সত্যনারায়ণের কথা শোনাতে, নর থেকে নারায়ণ বানাতে । প্রথমে তো অবশ্যই প্রিন্স হবে । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছিলো যে, কৃষ্ণ মাখন খেয়েছিলো, বাস্তবে এ হলো বিশ্বের বাদশাহীর গোলক (গ্লোব) । বাকি চাঁদ ইত্যাদি কিভাবে মুখে দেখাবে । বলা হয় যে, দুই বিড়াল নিজেদের মধ্যে লড়াই করছিল, কিন্তু মাঝখান থেকে সৃষ্টির যে মালিক তার মুখে মাখন দেখিয়ে

দিয়েছে । এখন তোমরা নিজেদের দেখো যে, আমরা এমন হয়েছি কি হইনি । এই পড়া হলো রাজপদের জন্য । প্রজা পাঠশালা বলবেই না । এ হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পাঠশালা । ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি । ভগবান এখানে পড়ান । বাবা বলেছেন যে, লেখো ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাকেটে লেখো ইউনিভার্সিটি, কিন্তু এই কথা লিখতে তোমরা ভুলে যাও । তোমরা যতই তাদের ব্রহ্মাকুমারীস এর পুস্তক ইত্যাদি দাও না কেন, তারা কিছুই বুঝবে না । সামনে বসে বোঝাতে হয় । অসীমের (বেহদের) বাবার থেকে অসীমের (বেহদের) অবিনাশী
উত্তরাধিকারী পাওয়া যায় । জন্ম - জন্মান্তর তোমরা জাগতিক সীমিত (হদের বর্সা) উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছ । তোমরা ব্যাজের উপরেও বোঝাতে পার । কেউ কেউ তোমাদেরকে নিয়ে হাসাহাসিও করতে পারে। তোমরা দু'জন বাবার কথা সেই সময় বলতে পারবে । এমন অনেকেই আছে যারা নিজের বাচ্চাদের বোঝায় । বাচ্চারাও বাবাকে বোঝাতে পারে । স্ত্রী তার পতিকে নিয়ে আসে । কোথাও কোথাও আবার ঝগড়াও করে । এখন তোমরা জানো যে, তোমরা সব আত্মারা হলে সন্তান । তোমরাই অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী । লৌকিক জগতে মেয়েরা বিয়ে করে অন্য বাড়িতে যায়, একে কন্যাদান বলা হয় । অন্যকে তো দিয়ে দেয়, তাই না । এখন তো ওই কাজ তোমরা করবে না । ওখানে স্বর্গেও কন্যারা অন্য গৃহে যায়, কিন্তু তারা পবিত্র থাকে । এ হল পতিত দুনিয়া আর ওই সত্যযুগ হল শিবালয়, পবিত্র দুনিয়া । বাচ্চারা, তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা । তোমরা স্বর্গে তো অবশ্যই যাবে, এ তো সম্পূর্ণ পাকা । বাকি পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পেতে হবে । নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো, আমরা অমুকের মতো সার্ভিস করি তো ? এমন নয় যে ব্রাহ্মণী (টিচার) চাই। নিজেই টিচার হও । আচ্ছা !

বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে হবে । বাকি বাবা কারোর থেকে অর্থ নিয়ে কি করবেন । তোমরা মিউজিয়াম ইত্যাদি খোলো । বাড়িঘর ইত্যাদি তো এখানেই শেষ হয়ে যাবে । বাবা তো ব্যবসায়ী, তাই না ! তিনি হলেন শেয়ারের দালাল । তিনি দুঃখের শৃঙ্খল মুক্ত করে সুখ প্রদান করেন । এখন বাবা বলছেন, অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, অল্পই বাকি আছে --তোমরা দেখতে থাকবে, অনেক বিপর্যয় হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) ট্রাস্টি আর অনাসক্ত হয়ে থাক । কোনো ব্যর্থ খরচ কোরো না । নিজেদের দেবতার মতো পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করতে থাকো ।

২) একমাত্র সেই প্রিয়র থেকেও প্রিয় জিনিসকে (বাবাকে) স্মরণ করো । যতটা সম্ভব কলিযুগী বন্ধনকে হালকা করতে থাকো । বন্ধন বাড়িও না । তোমরা সত্যযুগী দৈবী সম্বন্ধে যাচ্ছ, এই খুশীতেই থাকো ।

বরদান :-- নলেজফুল হয়ে সর্ব ব্যর্থ প্রশ্নকে যজ্ঞতে স্বাহা করে নির্বিঘ্ন ভব

যখন কোনো বিঘ্ন আসে, তখন কি বা কেন -- এমন অনেক প্রশ্নে চলে যাও তোমরা, প্রশ্নচিত্ত হওয়া অর্থাৎ চিন্তিত হওয়া । নলেজফুল হয়ে যজ্ঞতে সর্ব ব্যর্থ প্রশ্নকে স্বাহা করে দাও, তাহলে তোমাদেরও সময় বেঁচে যাবে আর অন্যদেরও সময় বাঁচবে । এতে সহজেই নির্বিঘ্ন হয়ে যাবে । দৃঢ় বিশ্বাস (নিশ্চয়) আর বিজয় হল জন্মসিদ্ধ অধিকার -- এই গর্বে থাকো তাহলে কখনোই বিচলিত হবে না ।

স্লোগান :-- সর্বদা উৎসাহে থাকা আর অন্যদেরও উৎসাহ দেওয়া - এটাই হল তোমাদের অক্যুপেশন (কাজ) ।

ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ

ব্রহ্মা বাবা যেমন সদা প্রেমমগ্ন (লাভলীন) স্থিতিতে থেকে "আমিত্ব" ভাবের বৃত্তিকে ত্যাগ করেছিলেন, সকলকেই বাবার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন । এমনই বাবাকে অনুসরণ করো । জ্ঞানের আধারে বাবার স্মরণে এমনভাবে বিলীন হয়ে থাকো, এই স্থিতিই হল প্রেমমগ্ন স্থিতি ।